কোরআনের আলো

[খোৎবা, ৫ই আগষ্ট, ১৯৬৬]

খলিফাতুল মসিহ সালেস
হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)।

জুমআর খোৎবা

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে শুভ-সংবাদ দিয়াছেন যে, কোরআনের প্রচারের পরিকল্পনা এবং সাময়িক ওয়াক্‌ফের আন্দোলনকে তিনি বহু কল্যাণ মণ্ডিত করিবেন এবং এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে পবিত্র কোরআনর আলো বিশ্ব-চরাচরকে ছাইয়া ফেলিবে (ইন্‌শা আল্লাহ্‌তায়ালা)।

তালীমুল কোরআন ও কোরআনের শিক্ষা দান ওসিয়তের নিজামের সহিত গভীর সম্বন্ধ রাখে। সুতরাং কোরআনের আলো প্রকাশিত করার বিশেষ জিম্মাদারী মুসি সাহেবদের উপর রহিয়াছে।

প্রত্যেক আহ্‌মদী নিজের হৃদয়কে কোরআনের আলোয় এমন ভাবে আলোকিত করুন, যেন দর্শকগণ

তাঁহাদের চেহারার মধ্যে কেবল কোরআনের আলো দেখিতে পান।

তাশাহুদ ও তাআওউজ এবং সুরা ফাতেহা তেলাওতের পর হুজুর বলেন ঃ—

প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পূর্বের কথা, তখনও আমি রবওয়া হইতে বাহিরে ঘোড়া গলির দিকে যাই নাই, একদিন যখন আমি ঘুম হইতে জাগ্রত হইলাম, তখন আমি নিজেকে গভীর দোয়ায় মগ্ন পাইলাম এব জাগ্রত অবস্থায় আমি দেখিলাম, বিজলী চমকাইলে যেমন উহা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করিয়া দেয়, তেমনি এক জ্যোতি প্রকাশিত হইল এবং উহা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিল। পুনঃরায় আমি দেখিলাম, ঐ জ্যোতির একাংশ যেন জমাট বাঁধিতে লাগিল এবং পরে উহা বাক্যের রূপ ধারণ করিল এবং উহা এক তেজঃপূর্ণ শব্দে আকাশ গুঞ্জরিত করিল,

যাহা ঐ জ্যোতি হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ শব্দটি ছিল ঃ—

بشرای لکم

অর্থাৎ—"শুভ-সংবাদ তোমাদের জন্য।"

ইহা এক বড় রকমের শুভ-সংবাদ ছিল। কিন্তু ইহা প্রকাশ করা জরুরী মনে করি নাই। অবশ্য মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা ছিল এবং ইচ্ছা ছিল যে, যে জ্যোতিকে আমি পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতে দেখিয়াছিলাম এবং যাহা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করিয়া ছিল, উহার ব্যাখ্যাও যেন আল্লাহ্ তায়ালা নিজ সান্নিধ্য হইতে আমায় বুঝাইয়া দেন। তদনুযায়ী আমার খোদা, যিনি বড়ই ফযল এবং রহম করিয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং আমাকে উহার ব্যাখ্যা জানাইয়া দেন। গত সোমবার দিন যখন আমি যোহরের নামায পড়িতে ছিলাম এবং তৃতীয় রাকাতে দণ্ডায়মান ছিলাম, তখন আমার মনে হইল যেন কোন অদৃশ্য শক্তি আমাকে

তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে লইয়াছেন এবং তখন আমার মনে হইল যে, যে জ্যোতি আমি সেদিন দেখিয়াছিলাম উহা কোরআনের আলো, যাহা কোরআনের শিক্ষা প্রচার এবং সাময়িক ওয়াক্‌ফের পরিকল্পনার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রকাশিত হইতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা এই প্রচেষ্টাগুলিকে আশিস মণ্ডিত করিবেন এবং কোরআনের জ্যোতি পৃথিবীকে ঠিক তেমনিভাবে ছাইয়া ফেলিবে, যেভাবে সেই জ্যোতিকে আমি পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়াছিলাম।

فالحمد لله على ذالك

অর্থাৎ "উহার জন্য সব প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার।"

আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং কোরআন মজিদে বার বার কোরআন এবং কোরআনী ওহীকে জ্যোতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে জানাইয়াছেন, 'তোমাকে যে জ্যোতি দেখান হইয়াছে, উহা এই জ্যোতি।'

অতঃপর আমি এই দিকেও মন-সংযোগ করিলাম যে, পবিত্র কোরআন শিখাইবার জন্য যে সাময়িক ওয়াক্‌ফের আন্দোলন জারি করা হইয়াছে, নিজামে ওসিয়তের সহিত উহার গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে।

এইজন্য আমি হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) প্রণীত আল-ওসিয়ত পুস্তক গভীর মনোযোগ দিয়া পাঠ করায় বুঝিলাম যে, সত্য সত্যই এই তাহ্‌রীকের সহিত মুসি সাহেবদের গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। এখন আমি ইহার বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে যাইতে চাহি না। বন্ধুগণের নিকট এখন আমি মাত্র একটি কথা বলিতে চাই। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) আল-ওসিয়ত পুস্তিকার প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে যে সকল মুসি এই নিজামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবেন, তাহাদেরই বিষয়ে বলিয়াছেন যে, ওসিয়ত করার পর তাহাদিগের জীবন আদর্শ কিরূপ হইতে হইবে। হুজুর বলিয়াছেন, ,'তোমরা কিছুতেই খোদার সন্তুষ্টি লাভ করিতে

পার না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের সন্তুষ্টি, তোমাদের ভোগস্পৃহা, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া এই পথে সেই সকল কষ্ট স্বীকার কর, যাহা তোমাদের সম্মুখে মৃত্যুর দৃশ্য আনিয়া দেয়। কিন্তু তোমরা যদি সেই সকল কষ্ট সহ্য কর (অর্থাৎ এই ওসিয়তের নিজামে শামীল হইয়া উহার দাবীগুলি পূর্ণ কর), তবে আদরের শিশু সন্তানের ন্যায় তোমরা খোদার ক্রোড়ে আসন পাইবে এবং তোমরা সেই সকল সাধুর উত্তরাধিকারী হইবে, যাহারা তোমাদের পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে এবং সকল দানের দ্বার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু এহেন ব্যক্তি বিরল।" (—আল-ওসিয়ত)।

"প্রত্যেক আশিসের দ্বার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হইবে"—বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর একটি ইলহামের অনুবাদ। আল্লাহ্‌তা'লা ইহা

বেহেশ্‌তী মোকবেরা সম্বন্ধে নাযেল করিয়াছেন। হুজুর (আঃ) বলেন, "যেহেতু এই কবরস্থান সম্পর্কে আমি বড় বড় সুসংবাদ পাইয়াছি এবং খোদা কেবল ইহা বলেন নাই যে, ইহা বেহেশ্‌তী মোকবেরা, বরং ইহাও বলিয়াছেন যে, انزل فيها كل رحمة অর্থাৎ সকল প্রকারের রহমত এই কবরস্থানের উপর অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং এই কবরস্থানে সমাহিত ব্যক্তিগণ না পাইবেন এমন কোন রহমত নাই।" (আল-ওসিয়ত।)

অতএব ওহি দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-কে বলিয়াছেন, انزل فيها كل رحمة —এই কবরস্থানে সর্বপ্রকার রহমত নাযেল করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহারাই ইহাতে সমাহিত হইবেন, যাঁহারা সমস্ত নেয়ামতের উত্তরাধিকারী। প্রশ্ন উঠে যে, মানুষ কখন এবং কি প্রকারে সমস্ত নেয়ামতের উত্তরাধিকারী হয়। আল্লাহ্‌তা'লা আর একটি এলহামে হযরত মসিহ্‌

মওউদ (আঃ)-কে বলিয়াছেন الخير كله فى القرآن —সমস্ত শুভ, পুণ্য এবং রহমতের আকর কোরআন করীমে নিহিত আছে এবং রহমতের এমন কোন উপকরণ নাই, যাহা কোরআনকে বর্জন করিয়া অপর কোন স্থান হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। রহমতের সমস্ত উপকরণ মাত্র কোরআন হইতেই লাভ হইতে পারে।

অতএব তিনি বলিলেন, انزل فيها كل رحمة এই বেহেশ্‌তী মোকবেরায় তাহারা সমাহিত হইবে, যাহারা কোরআনের সমস্ত আশিসের উত্তরাধিকারী হইবে। কেননা, কোরআনের বাহিরে কোন বরকত নাই এবং উহা অপর কোন স্থানে লাভ হইতে পারে না। এই কারণে এই সমস্ত লোকের উপর সর্ব প্রকার নেয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত হইবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, কোরআন, কোরআন শিক্ষা করা, কোরআনের আলোতে আলোকিত হওয়া,

কোরআনের আশিস দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং কোরআনের অনুগ্রহরাজির উত্তরাধিকারী হওয়ার সহিত মুসি সাহেবদের গভীর এবং স্থায়ী সম্পর্ক রহিয়াছে। এই প্রকারে কোরআন প্রচারের দায়িত্বও তাঁহাদের উপর বর্তায়। কারণ কোরআনের কোন কোন বরকত, কোরআন প্রচারের সহিত সংযুক্ত। কোরআনের বহু স্থানে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা এখন সম্ভব নহে।

অতএব উপরুক্ত দুইটি ওহির দ্বারা আল্লাহতা'লা আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন যে, মুসি প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি, যাঁহার উপর, আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ, করুণা এবং এহসানের গুণে সকল প্রকার নেয়ামত এই জন্য অবতীর্ণ হয় যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে কোরআনের জোয়ালের নীচে আপন স্কন্ধ রাখিয়াছেন। তিনি এক মৃত্যু বরণ করেন এবং খোদার মধ্যে

বিলীন হইয়া এক নবজীবন প্রাপ্ত হন এবং الخير كله فى القرآن ওহিটির জীবন্ত প্রতীক হন।

যেহেতু ওসিয়তের অথবা ওসিয়তের নেজামের অথবা মুসি সাহেবদের সহিত কোরআনের শিক্ষা প্রচার, ইহা শিক্ষা করা এবং ইহার শিক্ষা দেওয়ার এক গভীর সম্বন্ধ রহিয়াছে, অতএব আমি ইহা ফয়সলা করিয়াছি যে, কোরআনের তালীম এবং ওয়াক্‌ফের তাহরীক দুইটিকে মুসি সাহেবদের সংগঠনের সহিত সংযুক্ত করিয়া এই সকল কাজের ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করি।

সেই জন্য অদ্য আমি আল্লাহ্‌তা'লার নাম লইয়া এবং তাঁহার উপর ভরসা করিয়া মুসি সাহেবদের নূতন সংগঠনের উদ্বোধন করিলাম। যে যে জামাতে মুসি আছেন, তাঁহাদের একটি মজলিস কায়েম হওয়া চাই। এই মজলিস পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিবে। নির্বাচিত

প্রেসিডেণ্ট, জামাতি নিজামে ওসিয়তের সেক্রেটারী হইবেন। প্রয়োজন বোধে পরে আমি এই পদের নাম পরিবর্তন করিয়া দিতে পারি; কিন্তু উপস্থিত নির্বাচিত প্রেসিডেণ্টই ওসিয়ত সেক্রেটারী হইবেন।

ওসিয়ত করানো ছাড়া, তাঁহার ইহাও কর্তব্য হইবে যে, কেন্দ্রের হেদায়েত অনুযায়ী তিনি মাঝে মাঝে মুসিদের এজলাস ডাকিবেন। সেই এজলাসে পরস্পর পরস্পরকে তাঁহাদের দায়ীত্ব স্মরণ করাইয়া দিবেন অর্থাৎ সেই জিম্মাদারীর বিষয়, যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা শুভ সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার সমস্ত ফযল, সমস্ত রহমত এবং সমস্ত নিয়ামতের ওয়ারিস তাঁহারাই।

প্রেসিডেণ্ট সকল সময়ে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইতে থাকিবেন যে, যেহেতু সমস্ত কল্যাণ কোরআনে আছে, অতএব তাঁহারা যেন কোরআন করীমের জ্যোতি হইতে পূর্ণ ফায়দা লাভ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি

তাঁহাদিগকে আরো জানাইবেন যে, কোরআন করীমের জ্যোতির প্রচার করা, মুসিগণের ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে প্রথম এবং শেষ ফরয। তাঁহারা এই বিষয়ে নজর রাখিবেন যেন, সাময়িক ওয়াক্‌ফের স্কীমে অধিক সংখ্যায় মুসিগণ এবং তাঁহাদের তাহরীকে ঐ সকল লোকও অংশ গ্রহণ করে, যাহারা এখনও ওসিয়ত করে নাই। তাঁহাদের কর্তব্য হইবে, যেন তাঁহারা এই কাজ নিজ ঘর হইতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের ঘরে পুরুষ, মেয়ে, ছেলে, এবং তাহাদের অধীনস্থ এমন কোন ব্যক্তি যেন না থাকে, যে কোরআন পড়িতে না পারে। প্রথম দেখিয়া পড়া শিখাইতে হইবে, তাহার পরে তরজমা শিখাইতে হইবে, তাহার পরে উহার ব্যাখ্যা, তাহার পরে তত্ত্ব ও হিকমত শিখাইতে হইবে। পরে উক্ত জ্ঞানকে দানবীরের ন্যায় সকলের নিকট পৌঁছাইতে হইবে, যেন আমরা যে ফয়েয, বরকত এবং নিয়ামত লাভ করিয়াছি, উহা আমাদের অপরাপর ভাইরাও

লাভ করিতে সক্ষম হয়। সাময়িক ওয়াক্‌ফের স্কীমে আমি প্রত্যেক বৎসর কমপক্ষে পাঁচ হাজার ওয়াকেফ্‌ চাই। ইহা না হইলে আমরা ঠিকরূপে জামাতের তরবিয়ত করিতে পারিব না। এই স্কীম ১৯৬৬ সালের মে মাস হইতে শুরু হইয়াছে। যদিও এ বৎসর, যাহা প্রথম বৎসর, শিক্ষক এবং ছাত্রদের ছুটির একাংশ ফুরাইয়া গিয়াছে, তবুও তাহারা চেষ্টা করিলে, এই তাহরীকে এখনও যোগদান করিতে পারে। অনুরূপভাবে আরো অনেক পেশাদার আছে, যাহাদের এখন অবকাশ হয়, যথা কোন কোন আদালত বন্ধ হওয়ায়, সেখানে যে সমস্ত উকিল কাজ করেন, তাঁহারাও নিজেদের জীবনের কয়েকটি দিন কোরআনের জ্ঞান প্রচারের জন্য ওয়াক্‌ফ করিতে পারেন। সম্ভবতঃ প্রথম বৎসরে আমাদের ওয়াকেফ-গণের সংখ্যা পাঁচ হাজার পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করিলে ইহা পূর্ণ হইতেও পারে। সুতরাং

এজন্য চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্‌তায়ালার কোন আইনে ইহা অসম্ভব বলিতে পারি না। সুতরাং আমরা সকলে, বিশেষ করিয়া মুসি সাহেবগণ পূর্ণ প্রচেষ্টা করিবেন, যেন সাময়িক ওয়াকেফিনের সংখ্যা প্রথম বৎসরেই পাঁচ হাজারে গিয়া পোঁছে এবং কোরআনের তালীমের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালান যায়। আমাদের মুসি সাহেবদের প্রথম কাজ ইহাই হইবে যে, তাঁহারা যেন আপন আপন গৃহে কোরআন করীমের তালীমের ইন্তেজাম করেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় কর্তব্য সাময়িক ওয়াকেফিনের সংখ্যাকে, যাহাদের উপর কোরআন শরিফের শিক্ষা দেওয়ার কাজ ন্যস্ত করা হয়, পাঁচ হাজার পর্যন্ত পোঁছাইতে চেষ্টা করা। তাঁহাদের তৃতীয় কাজ হইল (আমীর অথবা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া) নিজ নিজ জামাতের নেগরানী করিয়া, তাঁহারা দেখিবেন যেন, কেবল নজেদের ঘরে নয়, বরং জামাতের মধ্যে

কোন পুরুষ এবং স্ত্রী এমন কেহ না থাকে, যে কোরআন পড়িতে পারে না। যদি কোন স্ত্রীলোক কোরআন পড়িতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে তরজমা শিখাইতে হইবে। তেমনিভাবে যে সকল পুরুষ কোরআন পড়িতে পারে, তাহারা যেন তরজমা শিখে এবং কোরআনের জ্যোতি লাভ করে এবং আহ্‌মদীয়াতের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল করে।

অনুরূপভাবে ওসিয়তকারী ভগ্নীগণও প্রত্যেক জামাতে যেন নিজেদের পৃথক মজলিস গঠন করে এবং উহাতে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে, যাহার পদ ভাইস প্রেসিডেন্টের হইবে এবং তাহার কর্তব্য হইবে জামাতের সহিত সহযোগিতা করা এবং পুরুষ মুসিদের মজলিসের সহিত সহযোগিতা করা। মালী কোরবানী ব্যতীরেকে নিজামে ওসিয়ত তাহাদের উপর যে রুহানী জিম্মাদারী ন্যস্ত করিয়াছে, উহা পালনে সচেষ্ট থাকিবে।

বন্ধুগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, অনেক স্থানে পুরুষের তুলনায় আমাদের আহ্‌মদী ভগ্নীগণ বেশী সংখ্যায় নাজেরা কোরআন পাঠ জানে। ইহাতে আমাদের এক দিকে লজ্জা ও অপরদিকে আত্ম-মর্যাদা বোধ জাগ্রত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ ইহার জন্য আল্লাহ্‌তালার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কারণ যে ঘরের মেয়েরা কোরআন করীম জানে, সেই ঘরের ছেলেদের সম্বন্ধে আমরা আশা পোষণ করিতে পারি যে, তাহারা উত্তম তরবিয়ত লাভ করিবে।

মোট কথা সেই জ্যোতির দৃশ্য হইতে, যাহা আমি সারা জগতে বিস্তৃত হইতে দেখিয়াছি, আমার ধারণা হইতেছে যে, কোরআন করীমের সাফল্যজনক প্রচার এবং ইসলামের বিজয় সম্বন্ধে কোরআন করীমে এবং নবী করীম (সাঃ)-এর ওহি এবং বাণী সমুহে এবং হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) এর ইলহাম সমুহে যে সকল

শুভ-সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদয় পূর্ণ হইবার সময় আগত প্রায়। অতএব আমি আমার বন্ধুগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাই যে, প্রত্যেক আহ্‌মদী পুরুষ, নারী, বালক, যুবক এবং বৃদ্ধ যেন নিজেদের অন্তরকে কোরআনের আলোকে আলোকিত করেন। তাঁহারা যেন কোরআন শিখেন, কোরআন পড়েন, এবং কোরআনের তত্ত্বজ্ঞানে নিজেদের অন্তরকে পূর্ণ করিয়া মূর্তিমান আলোকে পরিণত হন। তাঁহারা যেন কোরআন করীমের মধ্যে এমন ভাবে মগ্ন হইয়া যান, কোরআন করীমে এমন ভাবে তন্ময় হইয়া যান, কোরআন করিমে এমন ভাবে বিলীন হইয়া যান, যেন দর্শকগণ তাহাদের মধ্যে শুধু কোরআনেরই জ্যোতি দেখে। ইহার পর তাঁহারা যেন নিজদিগকে শিক্ষক এবং গুরুরূপে সমস্ত জগতবাসীর হৃদয়কে কোরআনের আলোতে আলোকিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

হে খোদা। তুমি আপন ফযল দ্বারা এইরূপই কর। কারণ তোমার ফযল ব্যতীরেকে ইহা সম্ভব নহে।

হে জমিন এবং আসমানের জ্যোতি! তুমি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দাও, যেন দুনিয়ার পূর্বাংশ এবং দুনিয়ার পশ্চিমাংশ, দুনিয়ার দক্ষিণাংশ এবং দুনিয়ার উত্তরাংশ কোরআনের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং সমস্ত শয়তানী অন্ধকার চিরতরে বিদূরিত হইয়া যায়।

এদিকেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, এই স্কীমগুলির সহিত ফযলে ওমর ফাউণ্ডেশনেরও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমার প্রথমে ইচ্ছা ছিল অদ্যকার খোৎবার মধ্যেই ঐ বিষয়টিকেও সংযুক্ত করিয়া বন্ধুগণের সম্মুখে আমার বক্তব্য বর্ণনা করিব। কিন্তু যেহেতু আজ গরম খুব বেশী এবং লম্বা খোৎবায় বন্ধুগণের কষ্ট হইবে, সুতরাং সেই সম্বন্ধে অদ্য কিছু বলিব না। আল্লাহ্‌তা'লা আয়ু এবং সুযোগ দিলে, ইন্‌শাল্লাহ্‌,

আগামী জুমআর দিনে আমি ফযলে ওমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে বন্ধুগণের নিকট আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব।

যাহা হউক আমাদিগকে সর্বদা এই দোয়া করিতে হইবে, খোদা যেন আমাদিগকে সেই সত্যকার সৌভাগ্য দান করেন, যাহাতে আমরা কোরআনের জ্যোতির মধ্যে এভাবে তন্ময় হইয়া যাই যে, আমাদের মধ্য হইতে কোরআনের জ্যোতি ছাড়া যেন আর কিছুই দেখা না যায়। আমীন!

প্রকাশক —
সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে
মুহাম্মদ শামসুর রহমান,
এল, এল-বি, (লণ্ডন), বার এট ল
জেনারেল সেক্রেটারী,
পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া,
৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা—১
সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ ইং

অনুবাদক – মৌলবী মোহাম্মাদ

মুদ্রাকর ঃ
মুহাম্মদ আবদুল হাই,
জামান প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৩২।১, কুমারটুলী লেন, ঢাকা—১